



শীতকাল

সম্পর্কিত চমৎকার তথ্য

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনা-তুল-ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

Islamic Research Center

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

শীতকাল

সম্পর্কিত চমৎকার তথ্য

আন্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই “শীতকাল সম্পর্কিত চমৎকার তথ্য” পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে জাহান্নামের সকল আযাব বিশেষকরে ঠান্ডার কঠোর আযাব থেকে রক্ষা করে জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করিয়ে দাও।
أَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الْأَمِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত সাযিয়দুনা আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব “আল কওলুল বদী” যা দরুদ পাক সম্পর্কে লিখা হয়েছে, তাতে বলেন: একজন নেককার ব্যক্তি মিসরে থাকতেন, যাকে আবু সাইদ আল খাইয়াত নামে ডাকা হতো, তিনি মানুষদের কাছ থেকে দূরে একাকী থাকতেন আর মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না। অতঃপর হঠাৎ তিনি হযরত সাযিয়দুনা ইবনে রাশিক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর মাহফিলে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা শুরু করে দিলেন, লোকেরা খুবই আশ্চর্য (Astonished) হলো এবং তাঁকে এর কারণ



জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মক্কী মাদানী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আমার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং আমাকে ইরশাদ করেন: তাঁর মাহফিলে উপস্থিত হতে থাকো, কেননা সে তাঁর মাহফিলে আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করে থাকে। (আল কওলুল বদী, ৬০ পৃষ্ঠা)

অতঃপর যখন হযরত ইবনে রাশিক **رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ** এর ইত্তিকাল হলো তখন তাঁকে স্বপ্নে ভালো অবস্থায় দেখে আরয করা হলো: এই নেয়ামত পাওয়ার কারণ কি ছিলো? বললেন: নবীয়ে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করা। (আস সালাতু ওয়াল বশর, ১০৮ পৃষ্ঠা)

যাতে ওয়ালা পে বার বার দরুদ বার বার অউর বেগুমার দরুদ
বেঠতে উঠতে জাগতে সুতে হো ইলাহী মেরা শি'আর দরুদ

প্রিয় নবী **ﷺ** এর দোয়ার বরকতে
শীত (প্রচন্ড ঠান্ডা) দূর হয়ে গেলো

জানাতি সাহাবী, হযরত সাযিয়দুনা বিলাল **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** বলেন: আমি এক প্রচন্ড শীতের রাতে ফজরের আযান দিলাম কিন্তু মসজিদে কেউ এলো না, কিছুক্ষণ পর আবারো আযান দিলাম কিন্তু এবারও কেউ এলো না। যখন রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এই অবস্থা দেখলেন তখন ইরশাদ করলেন:



“মানুষের কি হলো?” আমি আরয করলাম: “প্রচন্ড শীত মানুষকে মসজিদে আসতে বাধা দিচ্ছে।” রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ পাক! মানুষের কাছ থেকে (প্রচন্ড) শীতকে দূর করে দাও।” হযরত সাযিয়দুনা বিলাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: (শীত এমনভাবে দূর হয়ে গেলো যে,) আমি মানুষকে সকাল বেলা গরমের কারণে পাখা দিয়ে বাতাস করতে দেখেছি। (কিতাবুদ দাআফায়ে লিল আকীলি, ১/১২৯)

ইজাবত কা চেহরা ইনায়ত কা জোড়া
 দুলহান বন কে নিকলি দেয়ায়ে মুহাম্মদ
 ইজাবত নে বুক কর গলে সে লাগায়া
 বড়হী নায সে জব দোয়ায়ে মুহাম্মদ
 صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى الْحَبِيبِ!

ছয় ঋতুর নেয়ামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক ছয়টি ঋতু (Season) সৃষ্টি করেছেন, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং প্রত্যেকের আলাদা স্বাদ ও বিশেষ ফল ও সবজি রয়েছে। গ্রীষ্মকালে অনেক ফসল (Crops) পাকে, যা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার অন্যতম এবং ঘামের মাধ্যমে অসংখ্য রোগ শরীর থেকে বের

হয়ে যায় আর শীতকালে কয়েক প্রকারের শুষ্ক ফলমূল (Dry fruits) উৎপন্ন হয়ে থাকে, যা মানুষের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। বসন্তকালে শুধুই চারিদিকে সবুজ আর সবুজ হয়ে থাকে বরং চোখের সতেজতা প্রদানকারী রঙ বেরঙের ফুল ফুটে, পৃথিবীতে এমন দেশও রয়েছে, যেখানে বছরে এই চারটি ঋতু খুবই কমই আসে, কোথাও সারা বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় শীত থাকে আবার কোথাও গরম, আল্লাহ পাকের দয়ার প্রতি উৎসর্গিত যে, আমাদের মাতৃভূমিতে এই ছয়টি ঋতু প্রতি বছরই আসে।

আল্লাহ পাকের সৃষ্ট প্রতিটি জিনিস, প্রতিটি ঋতুই উত্তম এবং ঋতু পরিবর্তনে আল্লাহ পাকের অসংখ্য হিকমত নিহিত রয়েছে। আমাদের মতো দুর্বল ও অজ্ঞরা খুবই দ্রুত ঘাবড়ে যাই, গরমের তীব্রতা হলে তখন বলি শীত খুবই ভাল, হায়! যদি শীত দ্রুত চলে আসতো, যখন প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে তখন বলি গরম চলে এলে খুবই ভাল হতো। গরমের তীব্রতা বৃদ্ধি পাক বা শীতের তীব্রতা, সর্বাবস্থায় ধৈর্য সহকারে কাজ করা উচিত, শীত ও গরমকে মন্দ বলা খুবই খারাপ কাজ, কোন ঋতুকেই গালমন্দ নালিশ (Complaint) কারী ব্যক্তি পরোক্ষভাবে ঋতু সৃষ্টিকারী আল্লাহ পাকেরই অভিযোগ



করছে, যেনো বলছে যে, দেখো! আল্লাহ পাক কিরূপ শীত বা গরম বৃদ্ধি করে দিয়েছেন!

যুগকে মন্দ বলা কেমন?

বুখারী শরীফের ৬১৮১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: মানুষ যুগকে গালমন্দ (Swearing) করে অথচ যুগ (সৃষ্টিকারী) তো আমিই এবং এর দিন, রাত আমারই কুদরতী হাতে রয়েছে।

(বুখারী, ৪/১৫০, হাদীস ৬১৮১)

সহীহ মুসলিম ২২৪৬ নম্বর হাদীসে রয়েছে; প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যুগকে মন্দ বলো না, কেননা আল্লাহ পাকই যুগ সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম, ৯৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৮৬২)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী, হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম শরফুদ্দীন নববী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** লিখেন: ওলামায়ে কিরামগণ বলেন: আল্লাহ পাকের প্রতি যুগের প্রয়োগ রূপক ভাবে করা হয়েছে, এর কারণ হলো যে, আরবদের স্বভাব ছিলো যে, মৃত্যু, বার্ষিক্য বা সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা এবং বিপদে যুগকে মন্দ মনে করে বলা হয় “হায়! যুগের ধ্বংস” তখন আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মক্কী মাদানী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যুগকে মন্দ বলিও না, কেননা যুগ





হলো আল্লাহ পাক স্বয়ং অর্থাৎ এই দুর্ঘটনা ও বিপদকে সৃষ্টিকারী আল্লাহ পাকই এবং তিনিই তা অবতীর্ণকারী, যখন তোমরা বিপদকে মন্দ বলবে তখন আসলে তা আল্লাহ পাককেই মন্দ বলা হবে, কেননা তা সৃষ্টিকারী এবং তা পরিবর্তনকারী স্বয়ং আল্লাহ পাকই। (শরহে সহীহ মুসলিম, ৩/১৫)

সব কা পয়দা করনে ওয়ালা, মেরা মওলা মেরা মওলা
সব সে আফযল সব সে আলা, মেরা মওলা মেরা মওলা
জাগ কা খালিক সব কা মালিক, ওয় হি বাকী, বাকী হালিক
সাচ্চা মালিক সাচ্চা আক্বা, মেরা মওলা মেরা মওলা

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

শীত ও গরম কিভাবে হয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন যে, শীত ও গরমের আসল কারণ কি? যেমনটি বুখারী শরীফের ৫৩৭ ও ৫৩৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: দোযখ তাঁর প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করে যে, আমার কিছু অংশ (Parts) কিছু অংশকে খেয়ে নিয়েছে, তখন একে দু'বার নিঃশ্বাস নেয়ার অনুমতি দেয়া হলো, একবার শীতে একবার গরমে। এটাই সেই তীব্র গরম এবং শীত, যা তোমরা অনুভব করো। আর বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে,





“যেই তীব্র গরম তোমরা পাও, তা দোযখের গরম নিঃশ্বাসের কারণে এবং যেই তীব্র শীত তোমরা পাও, তা এর শীতল নিঃশ্বাসের কারণেই।” (বুখারী, ১/১৯৯, হাদীস ৫৩৭-৫৩৮)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দোযখ যখন নিঃশ্বাস নেয় তখন সাধারণত পৃথিবীতে শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং যখন নিঃশ্বাস ফেলে তখন সাধারণত গরমের প্রচলিততা বাড়ে। এই হাদীসের অর্থ একেবারে স্পষ্ট, কোন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, প্রত্যেক কিছুতেই (আল্লাহ পাকের) কুদরতই জীবন ও অনুভূতি প্রদান করেছে।

(মিরাতুল মানাজ্জিহ, ১/৩৮০)

আল্লাহ পাকের কুদরতের কারিশমা

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মধ্য আকাশ থেকে সূর্যের এদিক সেদিক ধাবিত হওয়াকে দেখো, এর কারণেই শীত, গরম, শরৎ এবং বসন্ত ঋতু পরিবর্তন হয়ে থাকে। যখন সূর্য মধ্য আকাশ থেকে ঢলে পড়ে তখন বাতাস ঠান্ডা এবং শীতের ঋতু এসে যায় আর যখন এই দু'টির মধ্যখানে হয়ে যায় তখন ঋতু নাতিশীতোষ্ণ হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৪৬৬) سُبْحَانَ اللهِ! আল্লাহ পাকের কুদরতের শান





কিরূপ আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে। **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ** অর্থাৎ আল্লাহ পাক মহা মর্যাদাবান আর তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সূন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর ভাইজান শাহানশাহে সুখন, উস্তাদে যামান হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** কিরূপ সুন্দর শের বলেছেন:

হার শে সে হে ইয়াঁ মেরে সানেয়ে কি সানআতে
আলিম সব আয়েনোঁ মে হে আয়েনা সায কা
আফলাক ও আরদ সব তেরে ফরমাঁ পযির হে
হাকিম হে তু জাহাঁ কে নাশিব ও ফরায কা

কঠিন শব্দের অর্থ: ইয়াঁ- প্রকাশ, সানেয়ে- সৃষ্টিকারী, সানআত- বস্তু, আয়েনা সায- সৃষ্টিকারী, আফলাক- আকাশ, আরদ- মাটি, পৃথিবী, ফরমাঁ পযির- অনুগত, নাশিব ও ফরায- উত্থান পতন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

মূর্খ মানব

হে আশিকানে রাসূল! ভাবুন তো! এই মানুষও কিরূপ মূর্খ, যে গাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার পূর্বেই রিমোট দিয়ে গাড়ি খুলে



নেয়, শীত আসার পূর্বেই গরম পোষাকের ব্যবস্থা করে নেয়, রাতে ঘরে আসার পূর্বে নাশতার বস্তু নিয়ে আসে, শিশুর জন্মের পূর্বে পোষাক বানিয়ে নেয়, রমযানুল মুবারকে আসরের পূর্বেই ইফতারীর প্রস্তুতি শুরু করে দেয়, বৃষ্টি আসার পূর্বেই ছাতা নিয়ে নেয়, দীর্ঘ সফরে বের হওয়ার সময় গাড়ির চাকার হাওয়া, পানি তেল চেক করে নেয়, অন্ধকারে বের হওয়ার পূর্বে টর্চ নিয়ে নেয় কিন্তু মৃত্যু, যেটা নিশ্চিতভাবে আগমনকারী সেটার জন্য কোনই প্রস্তুতি নেয় না। শীত, গ্রীষ্ম ঋতু তো তার সময়মতোই আসে আর যায় কিন্তু আমরা আমাদের কবর ও আখিরাতে প্রস্তুতি কেন নিই না! মহান তাবেয়ী বুয়ুর্গ হযরত আবু আব্দুল্লাহ সুনাবিহি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলতেন: “আমরা গরম ও শীতের ঋতু দেখতে দেখতেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই (অর্থাৎ আখিরাতে প্রস্তুতি নেয় না)।” (আব্দুল্লাহ ওয়ালো কি বাটে, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

কিস বালা কি মে সে হে সর শার হাম

দিন ঢালা হোতে নেহী হুশিয়ার হাম

কালামের রযার ব্যাখ্যা: হে আব্দুল্লাহ পাক! শয়তান

আমাদেরকে (গুনাহ ও অহেতুক কার্যাবলীর) নেশায় কিরূপ মত্ত করে দিয়েছে যে, জীবন চলে যাচ্ছে আর আমরা হুঁশে ফেরার নাম নিচ্ছি না।



কুচ নেকীয়াঁ কামালে জলদ আ'খিরাত বানালা

ভাই নেহী ভরোসা হে কোয়ী জীন্দেগি কা

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সকল বিপদ সহজ

হযরত সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নফসের বিরোধীতা করা অতি উত্তম আমল। (তাক্বসীরে কবীর, ১/৪৩১) হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর সারাংশ হলো: যারা ঈমানের মিষ্টতা পেয়ে যায় তারা বড় বড় কঠিন কাজ আনন্দচিত্তে সহ্য করে নেয়, যেমন; শীতের দিনে নামায, কারবালার ময়দান, এর স্থায়ী উদাহরণ।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩০)

মুমিনদের বসন্তকাল

হে আশিকানে রাসূল! শীত মুমিন বান্দাদের জন্য বসন্তকাল, কেননা যখন শীতের মৌসুম আসে তখন মুমিন বান্দারা ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ব্যতীত দিনে রোযা রাখতে পারে, কেননা দিন ছোট হয়ে থাকে, অতএব রোযার কষ্ট তেমন অনুভব হয়না। যেমনটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: শীতের দিনের রোযা শীতল গনিমত। (তিরমিযী, ২/২১০, হাদীস ৭৯৭) অপর এক স্থানে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ





ইরশাদ করেন: শীতের মৌসুম মুমিনের জন্য “বসন্তকাল”, কেননা এতে দিন ছোট হয় থাকে তখন মুমিন এতে রোযা রাখে এবং এর রাত দীর্ঘ হয় তখন তারা এতে কিয়াম করে (অর্থাৎ নফল ইত্যাদি আদায় করে) । (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪১৬, হাদীস ৩৯৪০)

শীতকে স্বাগতম জানানো

জান্নাতী সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ শীতের আগমনে বলতেন: শীতকে স্বাগতম, এতে আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হয় যে, রাত্রি জাগরণকারীদের জন্য এর রাত সমূহ দীর্ঘ এবং রোযাদারদের জন্য এর দিন সমূহ ছোট হয়ে যায় । (ফিরদৌউসুল আখবার, ২/৩৪৯, হাদীস ৬৮০৮)

প্রতিটি কদমে নেকী

“বনু সালেমা” আনসারদের একটি গোত্র ছিলো, তাদের ঘর মসজিদে নববী শরীফ থেকে দূরে ছিলো, তারা রাতের অন্ধকারে, বৃষ্টির সময় এবং প্রচন্ড শীতের সময়েও জামাআত সহকারে নামায পড়ার চেষ্টা করতো । প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন: “তোমাদের প্রতিটি কদমে নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় ।” (মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৪০৪, ৭৭০নং হাদীসের পাদটিকা । মুসলিম, ২৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫১৯)





পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহের ক্ষমা

জান্নাতী সাহাবী, মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত সাযিয়দুনা ওসমানে গনী যুননুরাঈন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ একবার শীতের রাতে নামাযের জন্য যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অযু করার জন্য পানি আনালেন অতঃপর তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ নিজের চেহারা ও উভয় হাত ধুলেন। গোলাম আরয করলো: আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমতা দিক, রাত তো অনেক ঠান্ডা। তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, “যেই বান্দা পরিপূর্ণ অযু করবে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ১/৯৩, হাদীস ১১)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী

(১) যে ব্যক্তি প্রচণ্ড শীতের সময় পরিপূর্ণ অযু করলো, তার জন্য সাওয়াবের দু'টি অংশ রয়েছে। (মাজমুউয যাওয়ায়িদ, ১/৫৪২, হাদীস ১২১৭) (২) প্রতীকুল কঠিন (Struggle) অবস্থায় অযুকারীর কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া নসীব হবে। (ইত্তিহাফ, ১০/৩৮৫, হাদীস ১০১০০)

দেয় শওকে তিলাওয়াত দেয় যওকে ইবাদত

রহেঁ বাওযু মে সদা ইয়া ইলাহী





মে পাঁছো নামাযে পড়োঁ বাজামাত
 হো তৌফিক এয়সি আতা ইয়া ইলাহী
 মে পড়তা রাহোঁ সুল্লাতেঁ, ওয়াজু হি পর
 হোঁ সারে নাওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী
 صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى الْحَبِيبِ!

নেকী সমৃদ্ধ চিন্তাধারা

হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:
 শীতকাল মুমিন বান্দাদের জন্য খুবই উত্তম সময়! রাত দীর্ঘ
 হয়ে থাকে, বান্দা রাতে নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয় এবং
 দিন ছোট হয়ে থাকে, তাই বান্দা রোযা রেখে নেয়।

(লাতায়িফুল মারিফ, ৩৭২, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

হযরত সাযিয়দুনা উবাইদ বিন উমাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:
 যখন শীত আসে তখন কোরআনের অনুসারীদের বলা
 হয়, তোমাদের নামাযের জন্য রাত দীর্ঘ হয়ে গেছে এবং
 রোযার জন্য দিন ছোট হয়ে গেছে।

(আহাদীলি শিতাআ লিস সুহুতী, ৯৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, আমরা
 সর্বদা মৃত্যুর নিকটবর্তী হচ্ছি, জীবনের যেই কয়েকটি নিঃশ্বাস
 অবশিষ্ট রয়েছে তাকে গণিমত মনে করে আল্লাহ পাক ও তাঁর
 প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর স্মরণে অতিবাহিত করুন,



শীতের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে সাওয়াব অর্জন করুন, কেননা
 أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْسَنُهَا (অর্থাৎ উত্তম আমল হলো তাই, যাতে কষ্ট
 বেশি হয়।) অধিকহারে ইবাদত করুন, সূনাতের উপর আমল
 করুন, নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগান, মাদানী কাফেলায়
 সফর করুন এবং নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে ধীরে ধীরে
 এর উপর নিজের আমল বৃদ্ধি করতে থাকুন, শীত লাগছে ও
 শরীর ঠান্ডায় কাঁপছে, অযু করুন এবং জামাআত সহকারে
 নামাযের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন, কেননা হযরত
 সাযিয়্যুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই আমল
 দুনিয়ায় যতবেশি কঠিন হবে, আমলের পাল্লায় তা ততবেশি
 ভারী হবে। (তায়কিরাতুল আউলিয়া, ৯৫ পৃষ্ঠা)

রোযা ছাড়েননি

রমযানুল মুবারকে একবার সদরুশ শরীয়া মাওলানা
 মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর প্রচন্ড
 সর্দি ও জ্বর হয়ে গেলো, এতে খুবই ঠান্ডা লাগলো এবং প্রচন্ড
 জ্বর আসতো, তাছাড়া পিপাসার প্রবলতাও সহ্যের বাইরে
 হতো, যোহরের পর প্রবল ঠান্ডা লাগতো অতঃপর জ্বর
 আসতো কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! এই অবস্থায়ও কোন রোযা
 ছাড়েননি। (তায়কিরাতুল সদরুশ শরীয়া, ২৩ পৃষ্ঠা)



হে আশিকানে রাসূল! হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে কোরআন খতম করলো, সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিরিশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে আর যে ব্যক্তি রাতের শুরুতে খতম করলো, সকাল পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। (গুনইয়াতুল মুতমালি, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ৫৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: গরমে যেহেতু দিন বড় হয়, তখন সকালে খতমকারীর জন্য ফিরিশতাদের মাগফিরাতের দোয়া বেশিক্ষণ হয়ে থাকে আর শীতের রাত বড় হয়ে থাকে তাই রাতের শুরুতে খতমকারীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া দীর্ঘক্ষণ হয়।

যদি আল্লাহ পাক চান

হযরত সাযিয়্যদুনা আবু সুলাইমান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হজ্বের সফরে এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে দেখলেন যে, প্রচণ্ড শীতে পুরোনো কাপড় পরিধান করে ঘামে ভিজে গেছেন (Drenched with sweat)। আমি তাঁকে এই অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: গরম ও শীত তো আল্লাহ পাকেরই দু'টি সৃষ্টি (Creatures), আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন যে, শীত গরম আমার উপর ছেয়ে যাক, তাই আমার শীত ও গরম লাগছে এবং যদি সেই দয়ালু রব





আদেশ করেন তবে শীত ও গরম আমার কাছেই আসবে না। সেই বুয়ুর্গ **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** আরো বলেন: আমি ৩০ বছর যাবত এই জঙ্গলে আছি, আল্লাহ পাক আমাকে শীতে তাঁর ভালবাসার উষ্ণতা দান করেছেন এবং গরমে নিজের ভালবাসার শীতলতা দান করেন।

(লাতায়িফুল মারিফ, ৩৭৬ পৃষ্ঠা। ইসলামী মাহিনোঁ কে ফাযায়িল, ১১০ পৃষ্ঠা)

মুহাব্বত গাইর কি দিল সে নিকালো ইয়া রাসূল্লাহ
মুঝে আপনা হি দিওয়ানা বানা দো ইয়া রাসূল্লাহ

উত্তম আমল

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণিত আছে: শীতের দিনে গরীবদেরকে শীত দূর করার বস্ত্র ইছার (আত্মত্যাগ) করা খুবই মহান ফযীলত সম্বলিত আমল। (লাতায়িফুল মারিফ, ৩৭৮ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের ৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েদার ৩২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَاتَمًا

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^ط

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে ব্যক্তি একটা প্রাণ বাচালো (অর্থাৎ হত্যা থেকে বাঁচিয়ে জীবিত রাখলো) সে যেন সকল মানুষকেই জীবিত রাখলো।



ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** বলেন: “وَمَنْ أَحْيَاهَا”
 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি কোন মানুষকে ধ্বংসকারী
 জিনিষ যেমন; পুড়ে যাওয়া, ডুবে যাওয়া, প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং
 খুবই গরম বা শীত ইত্যাদি থেকে মুক্তি দিয়ে জীবন দান
 করলো। (তাফসীরে কবীর, আল মায়েদা, ৩২নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৩৪৪)

হামেশা হাত ভালাই কে ওয়াস্তে উঠে
 বাঁচানা যুলম ও সিতম সে মুঝে সদা ইয়া রব
 রাহেঁ ভালাই কি রাহেঁ মে গামযন হারদম
 কর়ে না রুখ মেরে পাওঁ গুনাহ কা ইয়া রব
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রচণ্ড শীতে জামা সদকা

তাবেয়ী বুয়ুর্গ হযরত সুলাইমান **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** বলেন:
 সিরিয়ায় বসবাসকারী ব্যক্তি এসে আমাকে বললো যে,
 আমাকে হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম যুহরী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ**
 সম্পর্কে বলুন, আমি তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখেছি।
 জিজ্ঞাসা করা হলো কোন আমলের কারণে? সে বললো:
 কাউকে একটি জামা (Shirt) প্রদান করার কারণে। হযরত
 সাযিয়ুনা সাফওয়ান বিন সুলাইম যুহরী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** কে কেউ
 তার জামার কথা বললে তিনি **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** বলেন: “একবার



আমি প্রচন্ড শীতে মসজিদ থেকে বের হলাম, তখন একজন উলঙ্গ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি পড়লো, আমি আমার জামা খুলে তাকে পরিধান করিয়ে দিলাম।”

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৮৮, নম্বর ৩৬৫৫। ইসলামী মাহিনো কে ফায়য়িল, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

নেককার উজির

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদাচরন করার ঘটনা অবলোকন করুন: একজন নেককার উজিরকে বলা হলো যে, একজন মহিলার চারজন এতিম শিশু উলঙ্গ ও ক্ষুধার্ত। উজির এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন যে, দ্রুত যাও এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী পোষাক এবং খাবার ইত্যাদি তাকে পৌঁছি দাও। অতঃপর উজির তার (গরম) পোষাক খুলে ফেললো এবং শপথ করলো যে, আল্লাহর শপথ! আমি ততক্ষণ পোষাক পরিধান করবো না এবং কোন প্রকার উষ্ণতা গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই লোক আমাকে ফিরে এসে বলবে না যে, সেই এতিমদের পোষাক পরিধান করিয়ে দিয়েছে এবং তাদের পেট ভরে দিয়েছে। অতএব সেই লোক যখন ফিরে এসে বললো যে, এতিমরা পোষাক পরিধান করে নিয়েছে এবং খাবার খেয়ে তাদের পেট ভরে গেছে, তখন সেই নেককার





উজির নিজের পোষাক আবারো পরিধান করলো, তখন সেই নেককার উজির ঠান্ডায় কাঁপছিলো।

(লাতায়িফুল মারিফ, ৩৭৮ পৃষ্ঠা। ইসলামী মাহিনো কে ফায়য়িল, ১১১ পৃষ্ঠা)

মুখতাচার সি জীন্দেগী হে ভাইয়ু!

নেকীয়াঁ কিজিয়ে, না গাফলত কিজিয়ে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা সাওয়াব অর্জনের কোন সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না। যেমনটি এখনই আপনারা শুনলেন। আল্লাহ পাকের নেয়ামতের মধ্যে একটি মহান নেয়ামত হলো “পোষাক”, পোষাকে অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে, সতর ঢাকা (অর্থাৎ লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা), সৌন্দর্য, শীত গ্রীষ্ম থেকে বেঁচে থাকা, নামায আদায় অতএব এটি একটি মহান নেয়ামত। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ৬/১২৩) যেমনিভাবে আমরা নিজেদেরকে প্রচন্ড শীত বা গরমে ঠান্ডা বা গরম থেকে বাঁচার চেষ্টা করি, হায়! যদি আমাদের আশেপাশে অবস্থান করা গরীব প্রতিবেশি, আত্মীয় স্বজনদের প্রচন্ড শীতে খেয়াল রাখা হয়, তাদের গরম পোষাক এবং লেপ তোষক দেয়া বরং নির্বাক পশুদের প্রতিও দয়া করা উচিত, কেননা এই বেচারারা নিজের কষ্ট ও বিপদ কাকে গিয়ে বলবে? কে জানে হয়তো আমাদের তাদের সাথে করা এই





সদাচরন আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায় এবং এটাই মাগফিরাতের মাধ্যম হয়ে যায়, কেননা হযরত (সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর) শিবলী (বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) কে ওফাতের পর স্বপ্নে দেখা গেলো তখন তিনি বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দরবারে দাঁড় করিয়ে ইরশাদ করলেন: তুমি কি জানো আমি তোমাকে কেন ক্ষমা করেছি? আমি আমার সেই সকল নেক আমলের কথা স্মরণ করতে লাগলাম, যা ক্ষমা লাভের মাধ্যম হতে পারে, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: আমি এই আমল সমূহের মধ্যে কোন আমলের কারণে তোমাকে ক্ষমা করিনি। আমি আরয করলাম: হে আমার প্রিয় আল্লাহ! তবে কোন কারণে আমাকে ক্ষমা করলে? ইরশাদ করলেন: একবার তুমি বাগদাদের গলি দিয়ে যাচ্ছিলে, তখন তুমি একটি বিড়ালকে দেখলে, যে ঠাণ্ডায় দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো, তুমি তাকে দেখে কষ্ট পেয়ে তাকে তোমার জুব্বায় (অর্থাৎ পোষাকে) ঢেকে নিয়েছিলে, যাতে ঠাণ্ডা থেকে বেঁচে যায়, আর বিড়ালের প্রতি দয়ার কারণে আমি আজকে তোমার প্রতি দয়া করেছি। (হায়াতুল হাইওয়ান, ২/৫২২)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

أَمِينٍ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ





কাশ! আভার সে ফরমাইয়ে কিয়ামত মে হুয়ুর
লে মুবারক কেহ তুঝে বখশা দিয়া জাতা হে

ঈমান তাজাকারী আফসোস

আল্লাহ পাকের অলী হযরত আমের বিন আব্দুল কায়েস رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইত্তিকাল এই বাক্য কেঁদে কেঁদে বলতে বলতে হলো: আমি মৃত্যুর ভয় বা দুনিয়ার ভালবাসায় কাঁদছি না, বরং আমি এই খেয়ালে কাঁদছি যে, আমি এখন মৃতুবরণ করছি, এখন গরমের রোযায় দুপুরের পিপাসা ও শীতের দীর্ঘ রাতের কিয়ামুল লাইলের স্বাদ আমার কিভাবে নসীব হবে?

(আয়েনায়ে ইবরত, ৫৩ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! শীতে বিশেষত ফজর ও ইশার নামায নফসে আন্মারার জন্য কষ্টকর হয়ে থাকে এবং উত্তম আমল হলো তাই, যাতে কষ্ট বেশি হয়। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: উত্তম আমল হলো তাই, যাতে নফসকে বাধ্য করা হয়। হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ গরমের দিনে ঘরের ভেতর ও শীতের দিনে ছাদে নামায পড়তেন, যাতে ঘুম না আসে এবং তাঁর সিজদা অবস্থায় ইত্তিকাল হয়। (যম্মুল হাজী, ৫৬ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। **أَمِينٍ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**





বানাদেয় মুঝে নেক নেকোঁ কা সদকা
 গুনাহোঁ সে হারদম বাঁচা ইয়া ইলাহী
 ইবাদত মে গুযরে মেরী জিন্দেগানী
 করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী
 মুসলমাঁ হে আত্তার তেরী আতা সে
 হো ঈমান পর খাতেমা ইয়া ইলাহী

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রচন্ড ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি মাদানী ফুল

১. মোটা হাত মোজা, পা মোজা ও বন্ধ জুতা ব্যবহার করুন।
২. (সম্ভব হলে দেশী) সিদ্ধ ডিম ব্যবহার করুন। (প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী)
৩. যথাসম্ভব কিছুক্ষণ রোদে বসুন।
৪. সর্দি, কাশি হয়ে গেলে ভাপ নিন।
৫. গোড়ালী (Heels) ও ঠোঁট ফাঁটা থেকে বাঁচানোর জন্য লিকুয়িড গ্লিসারিন (Liquid Glycerin) এবং ভেসলিন ব্যবহার করুন। (মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আখির ১৪৩৮ হিঃ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

হিটার ব্যবহারে সতর্কতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস





আত্তার কাদেবী রযবী যিয়ায়ী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** বলেন: যদি হিটার চালান তবে আমার পরামর্শ হলো যে, যখন কক্ষ গরম হয়ে যাবে তখন ঘুমানোর পূর্বে হিটার অবশ্যই বন্ধ করে দিন, কেননা যখন কক্ষ গরম হয়ে গেলো তখন তা চলতে থাকার প্রয়োজন নেই আর তা বন্ধ না করাতে বিপদও রয়েছে। অনেকে হিটার চালিয়ে কক্ষ বন্ধ করে ঘুমিয়ে যায়, এটা একটি বিপদজনক কাজ, কেননা অনেক সময় গ্যাস লিক হয়ে যায় আর না জানার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সংবাদ পত্রেও এরূপ অসংখ্য সংবাদ ছাপানো হয় যে, হিটার থেকে গ্যাস লিক হওয়ার কারণে বিস্ফোরন হয়েছে এবং এত গুলো মানুষ মারা গেছে। এই সতর্কতা শুধু গ্যাসের হিটারের জন্যই নয় বরং বিদ্যুতের হিটারেও তো আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে, অতএব তাও বন্ধ করে ঘুমান। (সরদি সে বাঁচনে কে ভরীকা, ৩ পৃষ্ঠা)

নিজের সন্তানদের এগুলো খাওয়ান

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর টক মিষ্টি চকলেন এবং টফি ইত্যাদির স্থলে নিজের সন্তানদেরকে তাদের বয়সের ভিত্তিতে পরিমাণ মত বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ফল এবং ড্রাই ফ্রুট খাওয়ান আর আপনি নিজেও আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এই নেয়ামত থেকে উপকৃত হোন। কয়েকটি ড্রাই ফ্রুটের উপকারীতা উপস্থাপন করছি।



বাদাম (Almond)

(১) সকল প্রকার বাদাম কোলেস্ট্রল শূন্য হয়ে থাকে।
 (২) তিজ্র বাদাম বা ইরানী বাদাম “ক্যান্সার” নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে। (৩) বাদামে “ক্যালসিয়াম” থাকে, যা হাঁড়ের জন্য উপকারী। (৪) বাদাম খাওয়াতে গ্যাস দূর হয় এবং হৃদরোগের ভয় কমে যায়। (৫) বাদাম চুল ও ত্বকের (Skin) জন্য উপকারী এবং রঙও উজ্জল করে।

(ছেলে হোক এমনই, ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

পেস্তা বাদাম (Pistachio)

পেস্তা বাদাম মস্তিষ্কে শক্তি প্রদান করে। শরীরকে মোটা করে এবং কিডনির (Kidneys) দুর্বলতা দূর করে। মানসিকতা ও স্মরণশক্তিকে শক্তিশালী করে। কাশির চিকিৎসায় পেস্তা বাদাম খুবই উপকারী। (ছেলে হোক এমনই, ৩৮ পৃষ্ঠা)

কাজু বাদাম (Cashew)

কাজু বাদাম শরীরকে খাদ্য উপাদান ও মস্তিষ্কে শক্তি প্রদান করে। শরীর মোটা করে। সকালে খালি পেটে মধুর সাথে কাজু বাদাম খাওয়া ভূলে যাওয়ার রোগ দূর করে। একজন ধবল রোগী অধিকহারে শুধু কাজু বাদাম খাওয়াতে সুস্থ হয়ে যায়। (ছেলে হোক এমনই, ৩৮ পৃষ্ঠা)



চিনাবাদাম (Peanut)

চিনাবাদামে প্রচুর খাদ্য উপাদান রয়েছে। চিনাবাদাম তার উপকারীতায় কাজু বাদাম এবং আখরোট ইত্যাদির চেয়ে কম নয়। যাইতুনের তেলে বিকল্প হিসাবে চিনাবাদামের তেল অতি উত্তম। (ছেলে হোক এমনই, ৩৯ পৃষ্ঠা)

আখরোট (Walnut)

আখরোট বদহজমী দূর করে, আখরোটের ভুনা শাষ (ভেতরের অংশ) ঠাণ্ডাজনিত কাশির জন্য উপকারী। আখরোট চিবিয়ে চর্মরোগে লাগানো হলে তবে চর্মরোগের দাগ দূর হয়ে যায়। (ছেলে হোক এমনই, ৪১ পৃষ্ঠা)

ইনজির (ডুমুর) (Fig)

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: ইনজির খাও! কেননা এটা অর্শ্ব রোগ (পাইলস) দূর করে এবং নিকরিস (অর্থাৎ এক ধরণের ব্যথা যা টাখনু ও পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে হয়) এর জন্য উপকারী। (আত তিব্বুন নববী লি ইবনে নাঈম, ৪৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৬৭)

(১) ইনজিরে অন্যান্য সকল ফলের চেয়ে উত্তম খাদ্য উপাদান রয়েছে (২) ইনজির অর্শ্ব (পাইলস) রোগ দূর করে এবং জোড়ার ব্যথার জন্য উপকারী (৩) ইনজির সকালে



খালি পেটে খাওয়াতে আশ্চর্যজনক উপকারীতা রয়েছে
 (৪) ইনজির বড় পেটকে ছোট করে এবং স্থূলতা দূর করে
 (৫) ইনজিরে কাশি ও শ্বাস-কষ্টের চিকিৎসা রয়েছে
 (৬) ইনজির চেহারার রঙ উজ্জল করে (৭) ইনজির পিপাসা
 নিবারণ করে। (ছেলে হোক এমনই, ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

الله

আত্তারের দোয়া

হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি রিড এন্ড লিসেন ইসলামিক বুকস্ অ্যাপ্লিকেশন (Read & Listen Islamic Books Application) আপন মোবাইলে ইনস্টল (Install) করে আর কমপক্ষে ১২ জনকে এর দাওয়াত দিয়ে ইনস্টল করায় এবং এটা ব্যবহার করতে থাকে, তাকে ইলমে ধ্বিনের অফুরন্ত ধন ভান্ডার থেকে (ইলম) দান করে আপন ইলমের উপর আমল করার তৌফিক দান করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে তার উপর চিরস্থায়ীভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

أورين وجهاً والشيخ الأورين مثل الله عتقوا وآبوه وسلم



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা



হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফরবানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েরাবাল, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দারকিলা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৯৪৫৪০৫৫৮৯
E-mail: bdmaktabatelmadina16@gmail.com, bdतरajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net